

- ০১। এই সুন্দরীর প্রতি আমি প্রথম অনুরাগী নই। সে দুনিয়ার বাসনার বস্তু, যেমন সে আমারও বাসনার বস্তু।
- ০২। অতএব যখন তুমি তার কথা জানতে পারবে তখন আমাকে বলো এবং যখন তার সম্পর্কে কথা বলবে তখন শান্ত ও বিনীত থেকে।
- ০৩। তুমি তাকে কোন আকৃতিতে, কোন অবস্থায় কিংবা কোন জায়গায় দেখেছো কি?
- ০৪। আমার মন তৃষ্ণার্ত। আর নিশ্চয়ই সে অপূর্বতম সৌন্দর্যের ওপরে সুন্দরী।
- ০৫। সে হল সেই আওয়াজের মত যা (কখনো নিজের) চেহারা দেখায়নি, আবার আড়ালেও থাকেনি; এ ব্যাপারটি তার প্রতি আমার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়।
- ০৬। আমি তাকে প্রভাতের পকেটে ও অন্ধকারে খুঁজেছি। এমনকি তারকাদের দিকেও আমার আঙ্গুল বাড়িয়েছি।
- ০৭। দেখা গেল, একজন দিশেহারা ব্যর্থ প্রেমিকের ব্যাপারে তারা উভয়ও (অন্ধকার ও তারকারাজি) দিশেহারা।
- ০৮। আরো দেখা গেল, বিশাল শূন্যলোকে তারকারা তার কথা জানার কিংবা না জানার কারণে অস্তির হয়ে কাঁপছে (মিটিমিট করে জ্বলছে)।
- ০৯। অন্ধকারের উপরিভাগে ও আমার মনের অনুজ্জ্বল প্রত্যাশার ওপরে তার (আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটির) কিরণ নৃত্য করেছে।
- ১০। সমুদ্রের কাছে আমি (তার কথা) কত জিজ্ঞেস করেছি! তখন তার ঢেউগুলো আমার (কথার) ভাঙ্গা-ভাঙ্গা আওয়াজ শুনে হাসাহাসি করেছে।
- ১১। আমি তখন ঝড়ের মধ্যে বহনকৃত একটি কবুতরের ন্যায় কম্পিত মন ও আশা নিয়ে ফিরে এসেছি।
- ১২। (মনে হচ্ছিল) যেন যুগযুগের ভূতগুলো (সমুদ্রের) উপকূলে সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং তারা প্রত্যেকেই আমাকে ফিরে আসতে দেখে হাসছে।
- ১৩। তার তালোশে কতবার আমি বিভিন্ন প্রাসাদে প্রবেশ করে সেখানকার বসতঘরগুলোর মুছে-যাওয়া নিদর্শনসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি!
- ১৪। কোন ছায়ামূর্তি দেখা গেলে বলেছি, হে চোখ! তাকাও। কোন আওয়াজ ধ্বনিত হলে বলেছি, হে কান! শোন।
- ১৫। দেখা গিয়েছে, প্রাসাদে যে আছে সেও আমার মতই দিশেহারা। আবার দেখা গিয়েছে, প্রাসাদে যে আছে সেও আমার মতই (কিছু) জানে না।
- ১৬। লোকেরা আমাকে বলেছে, তুমি পরহেজগার হও। (তুমি যাকে খুঁজছ) সে তো তাপস পরহেজগার ছাড়া কাউকে চেহারা দেখায় না।
- ১৭। তখন থেকে আমি আমার আনন্দসমূহ কবর দিয়েছি, আকাংক্ষাসমূহ পরিত্যাগ করেছি এবং পাঁজর (বুক) থেকে কামনার চিহ্নগুলো মুছে দিয়েছি।
- ১৮। তৃষ্ণা না মিটিয়েই পানপাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেলেছি এবং তৃপ্ত না হয়েই খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছি।
- ১৯। (এভাবে) মনে করেছিলাম, আমি দ্রুত তার কাছে আসছি; কিন্তু দেখলাম, আসলে আমি আমার মৃত্যুর কাছে এসে গিয়েছি।
- ২০। আমার পরামর্শদাতারা কতই না মূর্খ ছিল আর আমিও কতই না বিভ্রান্ত, যখন আমি নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের কথামতো কাজ করেছিলাম!
- ২১। আমি আমার মনকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছি। অথচ যার কামনা নেই তার সাফল্যেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না।
- ২২। তাই আমি যেন এমন একটি বাগান, যে তার নানারকম ছড়ানো ফুল থেকে নিজেকে খালি করেছে
- ২৩। নিজের অণুতে অণুতে সূর্যালোকের পরশ অনুভব করতে এবং অনাবৃত অবস্থায় বাতাস সেবন করতে।

- ২৪। অতঃপর তার ওপর শরতের একখানা শামিয়ানা (ঢাকনা) চলে এল, ঠিক যেন এক জনশূন্য স্থানে রাত এসে শিবির স্থাপন করল।
- ২৫। এবং আমি যেন এমন একটি চড়ইপাখি, যে তার সুবিন্যস্ত চকচকে পালকগুলো ফেলে দিয়ে নিজের দেহকে নগ্ন করেছে
- ২৬। যাতে তার ডানা হালকা হয়; তারপর সে মাটিতে পড়ে যায়, অমনি পিপড়াকুল তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে, এমন অবস্থায় যে, সে তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শনও করতে পারে না।
- ২৭। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম, সে হয়তো স্বপ্নকন্যা হবে (স্বপ্নে তার দেখা পাওয়া যেতে পারে)। কিন্তু ঘুম থেকে জাগার পর আমি ঘুমন্ত লোকদেরকেই বিদ্রূপ করতে লাগলাম।
- ২৮। নিদ্রাজগৎ সবটাই আনন্দ নয়। সেখানে ভীতিজনক বস্তুর পাশাপাশি কত কষ্টদায়ক বস্তুও আছে! (অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে সুখ থাকলেও অনেক সময় ভয় ও কষ্ট পাওয়ার মত ব্যাপারও ঘটে থাকে।)
- ২৯। ঘুম মানুষের আশা-আকাংক্ষা ও দুঃখ-দুশ্চিন্তাকে তার থেকে লুকিয়ে রাখে এবং তার নিজের সত্তাকে এক অবগুণ্ঠনে ঢেকে দেয়।
- ৩০। এই ঘুম মানুষের আজকের ঘটনাবলীকে বিগত অতীত আর প্রত্যাশিত ভবিষ্যতের সাথে মিশিয়ে ফেলে।
- ৩১। কল্পনার অসংযত মিথ্যা কত চমৎকার! (স্বপ্নে) মানুষের নিজের দেখা জিনিসগুলো (এমনভাবে) মুছে দেওয়া হয়, যেন তার কোন ছাপই আর রাখা হয় না।
- ৩২। যখন আমি তাকে (আমার হারানো বস্তুকে) নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি তখন স্বপ্ন দেখেছি একটি ফুল নিয়ে যা তোলা হয়নি এবং একটি তারকা নিয়ে যা উদ্ভিত হয়নি। (অর্থাৎ আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি আমার নাগালে আসেনি।)
- ৩৩। তারপর আমি (ঘুম থেকে) জেগেছি। কিন্তু তখন আমার কক্ষে নিজের ভ্রান্তি, বিছানা আর ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি।
- ৩৪। যে তার কল্পনার নদী থেকে পানি পান করে সে এক তীব্র তৃষ্ণা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয় যা আর নিবারণ করা হয় না।
- ৩৫। বসন্ত চলে গেল; কিন্তু সঙ্গীতমুখর নদীতে কিংবা গাছপালা ও তৃণলতায় ভরা বাগানে (আমি যাকে খুঁজি) সে ছিল না।
- ৩৬। তারপর শীত এল। তবে তার দ্রুন্দনরত মেঘ কিংবা তার বেদনাবিধুর বজ্রনির্দোষ সে ছিল না।
- ৩৭। আমি চমকিত বিদ্যুৎ দেখেছি। তখন তার মধ্যেও তাকে কল্পনা করেছি। কিন্তু চমকানো বিদ্যুতের মধ্যেও সে ছিল না।
- ৩৮। আমার মধ্যে যখন যুবকের (যৌবনের) অস্তিত্ব, তখন আমার হাত তার থেকে শূন্য থাকে (অর্থাৎ আমি তাকে পাইনি)। আর বুদ্ধিমানের বুদ্ধি তার ব্যাপারে আমাকে বিভ্রান্ত করে। (তথাকথিত বুদ্ধিমান লোকদের ভুল পরামর্শের কারণে আমি তার নাগাল পাইনি।)
- ৩৯। অবশেষে হতাশা যখন আমার ওপর তার কুয়াশা ছড়িয়ে দেয় এবং আমাকে ও আমার স্থানটিকে অদৃশ্য করে রাখে,
- ৪০। আর তার ব্যাপারে আমার সকল আশা ছিন্ন হয়ে যায়--যা এর আগ পর্যন্ত ছিন্ন হয়নি--,
- ৪১। তখন দুঃখ আমার প্রাণটি নিংড়িয়ে নেয় এবং অশ্রু হয়ে তা গড়িয়ে পড়ে। তখন আমি তাকে (আমার সেই কাঙ্ক্ষিত হারানো বস্তুটিকে) আমার অশ্রুর মাঝে দেখতে পাই এবং তাকে স্পর্শ করি।
- ৪২। আর আমি জানতে পারি যে, আমি যাকে হারিয়েছিলাম আসলে সে তো আমার সঙ্গেই ছিল, যখন এই জানা যুবকের কোনই উপকারে আসবে না। (অর্থাৎ এতদিন আমি যে সুখের পেছনে ছুটছিলাম তা আমার সাথেই ছিল। সঠিক উপলব্ধি থাকলে আমি বুঝতে পারতাম যে, আমিও আসলে সুখী। এত সময় নষ্ট করার পর এখন এই উপলব্ধি আমার তেমন কোন কাজে আসবে না।)